দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

শিক্ষা

কিন্ডারগার্টেন পরিচালনায় নীতিমালা দরকার

আলম শাইন

দেশের অধিকাংশ কিন্ডারগার্টেনের প্রধানের পদবি অধ্যক্ষ। যে অধ্যক্ষদের বেতনাদি হাজার দুই-আড়াইয়ের মধ্যে। শিক্ষাগত যোগ্যতা তেমন নয়; বড়জোর স্নাতক। আর সহকারী শিক্ষকদের বেতন হাজার-দেড়হাজারের মধ্যে। অবশ্য কিছু কিছু কিন্ডারগার্টেনের বেতনাদি বেশি হতে পারে। বিশেষ করে মফস্বলে বেতনাদি এরচেয়ে বেশি হয় না। তারা অবশ্য এ বেতনাদি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন; তার প্রধান কারণ শিক্ষক হিসাবে পরিচিতি পাওয়ার মোক্ষম একটা সুযোগ পাচ্ছেন তিনি। যাতে করে তার টিউশনি কিংবা কোচিং বাণিজ্যের সুবিধাদি বেড়ে যায়। আর তাতে করে কিন্ডারগার্টেন কর্তৃপক্ষেরও পোয়াবারো; রদ্দিমাল চালিয়ে কম বেতনাদি দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন তারা। এ হচ্ছে দেশের কিন্ডারগার্টেনের হালহকিকতের যৎসামান্য নমুনা। লাভবান প্রতিষ্ঠান বিধায় দেশের আনাচে-কানাচে প্রচুর কিন্ডরগার্টেন গড়ে উঠেছেও। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কিন্ডারগার্টেনগুলো সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে আজকাল। যাতে করে শহরের পাশাপাশি মফস্বল শহরেও ব্যাপক কিন্ডারগার্টেন গড়ার হিড়িক পড়ছে। ব্যক্তির ধারণা কোনমতে প্রতিষ্ঠানটি দাঁড় করাতে পারলেই কেল্লাফতে। পরবর্তীতে বছরের পর বছর সুফল বয়ে আনবে। যা ধরে রাখতে শিক্ষকরা মরিয়া হয়ে ওঠেন এবং শিশুদেরকে নিয়মিত ঘষামাজা করতে থাকেন। বইয়ের বোঝা, পাঠের চাপ চাপিয়ে শিক্ষার্থীকে বিকলাঙ্গ বানিয়ে ফেলেন। সেই ধরনের সংবাদ আমরা প্রায় সংবাদপত্রের পাতায় দেখছিও। সোজাকথা 'নিয়ন্ত্রণহীন কিন্ডারগার্টেন' এ জাতীয় শিরোণাম সংবাদপত্রের পাতায় আমাদের হরহামেশাই নজরে পড়ছে।

কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা নিরুৎসাহিত করছি না। নিরুৎসাহিত করছি কিন্ডারগার্টেনের ব্যবস্থাপনাকে। সরকারি নীতিমালা না থাকার কারণে কিন্ডারগার্টেনের কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব মনগড়া নিয়মে স্কুল পরিচালনা করছেন। শিশুদেরকে চৌকস করে গড়ে তোলার নিমিত্তে অসুস্থ প্রতিযোগীতায় নেমেছেন। এতে করে শুধু শিশুদের পিঠে বইয়ের বোঝা-ই সওয়ার হচ্ছে না, সওয়ার হচ্ছে অভিভাবকের পিঠেও খরচের বাড়তি চাপ। বলা যায়, নানান ধরনের সহায়ক বইয়ের চাপে শিশুরা যেমন নাজেহাল হচ্ছে তেমনি অতিরিক্ত ফি আদায়ের ফলে অভিভাবকরাও নাজেহাল হচ্ছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হচ্ছে, আজকে যাঁরা দেশের কর্ণধার কিংবা উচ্চপর্যায়ে আসীন তাদের অধিকাংশই সনাতনি শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ চুকিয়ে এসেছেন। আকাশচুম্বী সফলতাও অর্জন করেছেন তাঁরা। তাঁদেরকে কিন্ডারগার্টেনে পড়তে হয়নি। পড়তে হয়নি ইংলিশ মিডিয়ামেও। অথচ তারা কম মেধাবী তা বলা যাবে না কোনভাবেই। দেশের প্রতিটি ক্ষেত্র এখনো তাদের মেধার স্রোতে সিক্ত। তাঁরা দেশের উচ্চ পর্যায়ে আসীন অদ্যাবধি। সেই মেধাবী মানুষগুলোর কথা মনে এনে আমরা বলতে পারি খুব কঠিন এবং খুব বেশি বইয়ের প্রয়োজন পড়ে না মেধাবী শিক্ষার্থী গড়তে হলে। শুধু প্রয়োজন কিন্ডারগার্টেনের প্রতিষ্ঠাতার আর অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আন্তরিকতা। কিন্তু তাদের সেই বোধ নেই। বোধোদয়ও হয় না বিধায় বিষয়টি নিয়ে দ্রুত ভাবতে হবে সরকারকে। দ্রুত সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে হাইকোর্টের নির্দেশনা মানতে বাধ্য করাতে। কিংবা কিন্ডারগার্টেনগুলোকে নীতিমালার আওতায় আনতে। এখনি এর উপযুক্ত সময়। সরকার সচেষ্ট হলে আগামী বছর থেকেই কিন্ডারগার্টেনগুলোকে নীতিমালার আওতায় এনে, বইয়ের সংখ্যা এবং অন্যান্য বাড়তি চাপ কমানোর উদ্যোগটি নিতে পারেন। প্রয়োজনে কঠোরও হতে পারেন সরকার। তাতে করে সুশৃঙ্খল পরিবেশে শিক্ষার্থীরা বেড়ে উঠবে যেমনি, তেমনি জাতি পাবেন চৌকস প্রজন্ম।

● লেখক: কথাসাহিত্যিক, বন্যপ্রাণী বিশারদ ও পরিবেশবিদ